দৈনিক সংবাদ

004

তারিখ 13 JAN 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

আলিয়া মাদ্রাসা হোস্টেলে শিবিরের হামলা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল রোববারও ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা একদল সশস্ত্র যুবককে সাথে নিয়ে বখশীবাজারস্থ আলিয়া মাদ্রাসার হোস্টেলে হামলা চালায়। তারা সকাল সোয়া ১১টায় হোস্টেলের ৯টি কক্ষে ভাঙ্গচুর, তছনছ ও অগ্নি-সংযোগ করেছে। ছাত্রদের বই পুস্তক ও আসবাবপত্র পুড়িয়ে দেয়া হয়। উক্ত রুমগুলোতে ছাত্রশিবির বিরোধী অন্যান্য সংগঠনের ছাত্ররা থাকে।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়ার পর শনিবার সন্ধ্যার দিকে তারা নিজেদের রুম তালা-বন্ধ করে চলে যায়। গতকাল রোববার সকালে ছাত্র শিবিরের কর্মীরা একদল সশস্ত্র যুবককে সাথে নিয়ে এসে তালা ভেঙ্গে উক্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালায়। খবর পেয়ে লালবাগ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। এ সময়ে ফায়ার ব্রিগেডের লোকজনও ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন আগুন নেভায়।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক বিবৃতিতে জানানো হয় যে, শনিবার রাতেও আলীয়া মাদ্রাসায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের হামলায় সংগ্রাম পরিষদের ২০ জন কর্মী আহত হয়েছে। মারাত্মকভাবে আহত কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের বিবৃতিতে

(শে পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

গতকাল রোববার আলীয়া মাদ্রাসা হোস্টেলের একটি কক্ষে আগুন লাগানো হলে কক্ষের জিনিসপত্র পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। —সংবাদ

শিবিরের হামলা

(১ম পাতার পর)

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের 'নিষ্ক্রিয়' ভূমিকায় অভিযোগ এনে বলা হয়েছে যে, ছাত্র শিবিরের 'গুণ্ডাবাহিনী' মাদ্রাসা এলাকা ও ছাত্রাবাসে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। বিবৃতিতে ছাত্রশিবিরের উক্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে ছাত্র-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ও দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দান এবং অবিলম্বে মাদ্রাসা খুলে দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী জানানো হয়।